ইউনিট ১১

খাজনা

ভূমিকা

বাংলায় 'খাজনা' শব্দের অর্থ নিয়ে অনেক সময় বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। কারণ 'খাজনা' ও 'কর/রাজস্ব' এ দু'টি বিষয়কে অনেকে সমার্থক বলে ভুল করেন। যেমন – কেউ কেউ 'খাজনা' শব্দ দ্বারা কখনও 'ভাড়া' আবার কখনও 'কর' (রাজস্ব) বুঝেন। জমির উপর কর বসানো হলে, অনেকে সেই করকে খাজনা বলে ভুল করেন। বাস্তবে 'সরকার কর্তৃক জমির উপর কর আরোপ' এবং 'জমির মালিকের দ্বারা জমিকে ভাড়ায় খাটানো', এ দু'টি বিষয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। কিন্তু অনেকেই খাজনা ও কর (রাজস্ব বা রেভিনিউ) বিষয় দুটি গুলিয়ে ফেলেন। কাজেই খাজনা শব্দের ব্যবহার সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। (খাজনা সম্পর্কিত ধারণা আলোচিত হয়েছে পাঠ – ১, ২, ও ৩ এ)।

খাজনা সম্পর্কিত ধারণার পশ্চাতে ভূমিবাদি চিন্তাবিদ ও ক্লাসিক্যাল (সনাতনী/ধ্রুপদি) অর্থনীতিবিদদের অবদান প্রথমে স্বীকার করতে হয়। তাঁরা খাজনাকে ভূমির সাথে সম্পর্কযুক্ত করেছেন। ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ ডেভিড রিকার্ডো তাঁর এঁযব চৎরহপরঢ়ষবং ড়ভ চড়ষরঃরপধষ ঊপড়হড়সু ধহফ ঞধীধঃরড়হ (১৮১৭) গ্রন্থে খাজনা সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন [রিকার্ডোর খাজনাতত্ত্ব সম্পর্কে আলেচিত হয়েছে পাঠ - ৫ এ]। তবে তাঁর ব্যাখ্যায় খাজনাকে কেবল জমির সাথে সম্পর্কিত দেখানো হয়। পরবর্তীকালে প্রফেসর মার্শাল খাজনা সম্পর্কিত ধারণাকে প্রসারিত করে জমি ছাড়াও অন্যান্য উপকরণের সাথে সম্পৃক্ত করেন। [এ প্রসঙ্গে নিম খাজনা শিরোনামে আলোচিত হয়েছে পাঠ-৪তে]।

১. ভূমিবাদী চিন্তাবিদ বলতে কোন ধরণের চিন্তাবিদকে বুঝানো হয়?

যেসব চিন্তাবিদ মনে করতেন, সমস্ত সম্পদের উৎস হলো ভূমি তথা কৃষি, তাঁদেরকে ভূমিবাদী বা ফিজিওক্র্যাট বলা হয়। তাঁদের মতে ভূমির মালিকানা যত প্রসারিত হবে, ততই ব্যক্তি বা রাষ্ট্র অর্থনৈতিক দিক থেকে সমৃদ্ধ হবে। ফ্রান্সে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে (১৭৬০-১৭৮০) ভূমিবাদ বিকাশ লাভ করে। কুঁইজনে (বা উচ্চারণভেদে কিঁনে) [১৬৯৪-১৭৭৪] ফিজিওক্র্যাটিক (ভূমিবাদী) স্কুলের (চিন্তাধারার) প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ছিলেন ফ্রান্সের একজন চিকিৎসক ও অর্থনীতিবিদ।

২. ক্লাসিক্যাল (সনাতনী/ধ্রুপদী) অর্থনীতিবিদ বলতে কাদেরকে বুঝানো হয়?

ব্যক্তিবাদ অর্থাৎ অর্থনৈতিক কাজকর্মে ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাসী এবং সরকারী হস্ত ক্ষেপ নিম্নতম পর্যায়ে রেখে বাজার কার্যক্রমের মাধ্যমে যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনার উপর গুরুত্ব আরোপকারী অর্থনীতিবিদদের ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ বলা হয়। এডাম স্মিথ ও তাঁর অনুসারী ডেভিড রিকার্ডো, জেমস স্টুয়ার্ট মিল ছিলেন ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদদের মধ্যে অন্যতম।

৩. ডেভিড রিকার্ডোর পরিচয় কি?

ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদদের মধ্যে এডাম স্মিথের পরেই যাঁর স্থান, তিনি হলেন ডেভিড রিকার্ডো (১৭৭২-১৮২৩)। তিনি ইংল্যান্ডের একটি সুদ-কারবারী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তেমন লাভ করতে না পারলেও তাঁর ছিল শাণিত বুদ্ধিদীপ্তি ও জ্ঞানের গভীরতা। তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "The principles of Political Economy and Taxation" ১৮১৫ সনে প্রকাশ পায়। রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্ব সম্পর্কে জানা যায় সেই গ্রন্থ থেকে।

৪. মার্শালের পরিচয় কি?

আলফ্রেড মার্শাল (১৮৪২-১৯২৪) লন্ডনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনৈতিক অর্থনীতি (পলিটিক্যাল ইকনমি) এর অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ হলো : Principles of Economics (১৮৯০)।

পাঠ ১ : খাজনার সংজ্ঞা, খাজনা কেন দেওয়া হয়?

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- খাজনা কি, তা বলতে পারবেন।
- সাধারণ অর্থে খাজনার সাথে অর্থনৈতিক খাজনার পার্থক্য কিরূপ, বলতে পারবেন।
- খাজনা প্রদানের কারণগুলো উল্লেখ করতে পারবেন।

১১.১.১ খাজনার সংজ্ঞা

খাজনার সংজ্ঞাকে তিনটি আঙ্গিকে বিবেচনা করা হলো :

ক. সাধারণ অর্থে খাজনা বলতে কোন বাড়ী, জমি, দোকান, গাড়ী এসব নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ব্যবহার বাবদ চুক্তিভিত্তিক অর্থ প্রদান বুঝানো হয়। কিন্তু অর্থনীতিতে খাজনা শব্দের ব্যবহার ভিন্ন রকম। অর্থনীতিতে খাজনা বলতে 'অর্থনৈতিক খাজনা' বুঝানো হয়। বিশুদ্ধ খাজনা বা অর্থনৈতিক খাজনা হলো একটি উৎপাদনশীল উপকরণের জন্য প্রদত্ত দাম, যেখানে সেই উপকরণের যোগান সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক।

উপকরণের সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক যোগান কথাটির অর্থ কি?

উপকরণের দাম বা উপকরণের প্রয়োজন (চাহিদা) এর পরিবর্তন ঘটলেও যে উপকরণের পরিমাণের কোন পরিবর্তন সম্ভব হয় না, সেই উপকরণের যোগানকে সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক বলা হয়। জমির মোট যোগান কোন রকমেই যদি বাড়ানো সম্ভব না হয়, তবে জমির যোগানকে সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক (বা শূন্য স্থিতিস্থাপক) বলা হবে। জমির সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপকতা বা চাহিদার তুলনায় জমির যোগানের স্বল্পতার কারণেই মূলতঃ ডেভিড রিকার্ডো খাজনাকে জমির সাথে সম্পৃক্ত করেছেন।

খ. খাজনাকে অনেক সময় উদ্বৃত্ত হিসাবে গণ্য করা হয়। তাই খাজনার সংজ্ঞা এভাবেও দেয়া যায় : উৎপাদন ক্ষেত্রে নিযুক্ত কোন উপাদানের ন্যূনতম যোগান দাম (Minimum supply price) অপেক্ষা উপাদানের মালিক অতিরিক্ত আয় পেলে সেই অতিরিক্ত উপার্জিত অর্থকে খাজনা বলে।

কেন জমি থেকে প্রাপ্ত আয়ের সবটাই অর্থনৈতিক খাজনা হিসাবে বিবেচ্য?

যদি অর্থনৈতিক শক্তির উপর কোন উপাদানের যোগান নির্ভর না করে, অথচ সেই উপাদান বাবদ অর্থ উপাদানের মালিক পায়, তবে সেই প্রাপ্তিকে বাড়তি প্রাপ্তি বা উদ্বৃত্ত বলা হয়। এরূপ উদ্বৃত্ত অর্থ উপকরণের মালিক যা পায়, তাকে অর্থনৈতিক খাজনা হিসাবে নির্দেশ করা হয়। সমাজের দিক থেকে জমির আয়ের সবটাই খাজনা। সামগ্রিক দিক থেকে, জমির যোগান-দাম শূন্য। কারণ দাম যাই হউক না কেন, সমাজের নিকট জমির যোগান কম-বেশি হয় না। সমগ্র সমাজের দৃষ্টিকোণ থেকে জমি থেকে প্রাপ্ত আয়ের সবটা হলো উদ্বৃত্ত। আর উদ্বৃত্ত যেহেতু খাজনা, তাই জমি থেকে প্রাপ্ত আয় সবটাই অর্থনৈতিক খাজনা।

গ. খাজনা হলো উপাদানের প্রাপ্তব্য আয় বা উপার্জন, যা সুযোগ ব্যয়ের অতিরিক্ত হিসাবে পাওয়া যায় এবং যার উৎপত্তি ঘটে উপাদানের সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপকতার অভাবে। উপকরণের স্থানান্তর ব্যয়কে সুযোগ ব্যয় বলা হয়, অর্থাৎ জমিকে বর্তমান প্রয়োগ ক্ষেত্রে রাখার জন্য যে পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে হবে, তাই হলো সুযোগ ব্যয়। এ প্রেক্ষিতে

বিকল্প সর্বোত্তম ব্যবহার থেকে যে আয় হত তার চাইতে বাড়তি আয় যা জমি থেকে পাওয়া যায়, তাকে অর্থনৈতিক খাজনা বলা যায়।

খাজনা হলো উপাদানের প্রাপ্তব্য আয় বা উপার্জন, যা সুযোগ ব্যয়ের অতিরিক্ত – কিভাবে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যায়?

ধরা যাক্, এক একর জমির মূল্য আট লক্ষ টাকা, যখন সেই জমি কৃষিকাজে ব্যবহৃত হয়। এখন সেখানে এপার্টমেন্ট তৈরির অনুমতি দেওয়া হল। সেই জমির মূল্য এখন একর প্রতি আঠার লক্ষ টাকা দাঁড়ায়। জমিতে এপার্টমেন্ট তৈরি না করে জমির মালিক যদি বিকল্প হিসাবে কৃষিকাজে ব্যবহার করতো, তবে তার উপার্জন হত আট লক্ষ টাকা। সুতরাং সেই জমির তখন সুযোগ ব্যয় ছিল আট লক্ষ টাকা। কিন্তু এপার্টমেন্ট তৈরি করলে তার বাড়তি আয় আসবে দশ লক্ষ টাকা। এ অবস্থায় সেই বাড়তি প্রাপ্তি দশ লক্ষ টাকা হলো অর্থনৈতিক খাজনা।

১১.১.২ খাজনা কেন দেয়া হয়?

খাজনার কেন উৎপত্তি হয় বা কেন খাজনা দেয়া হয়, এ বিষয়টির উপর আলোকপাত প্রয়োজন। নিম্নে খাজনা প্রদানের (বা খাজনা উদ্ভবের) কারণ উল্লেখ করা হল।

১। খাজনার কেন উৎপত্তি হয় এ বিষয়ে প্রথমে বলা যায় যে, কোন উপাদানের যোগান সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক হলে খাজনা দেখা দিতে পারে। তবে যোগান অপেক্ষা চাহিদা কম থাকলে খাজনা দেখা দিবে না। কাজেই উপাদানের যোগান স্থির থাকার কারণে এবং একই সঙ্গে চাহিদার তুলনায় যোগানের স্বল্পতা থাকার কারণে খাজনা দিতে হয়। চিত্রে বিশুদ্ধ অর্থনৈতিক খাজনার নির্দেশ করা হয়। জমির যোগান রেখা যদি দামের সঙ্গে সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক হয়, তবে তা' উলম্ব হবে। চিত্রে SS রেখার দ্বারা তা' দেখানো হলো। উৎপাদনের পরিমাণ Q_1 হলে যে পরিমাণ বিক্রয়লব্ধ অর্থ (রেভিনিউ বা আয়) অর্জিত হয়, তার সবটাই বিশুদ্ধ খাজনা হিসাবে বিবেচিত হবে। চাহিদা রেখা D_0 হলে দাম হবে শূন্য (০)। তখন আয় বা অর্থনৈতিক খাজনাও শূন্য (০) হবে। এবারে চাহিদা রেখা D_1 হলে দাম হবে P_1, তখন আয় বা অর্থনৈতিক খাজনা হবে ঘচ১বছ১।

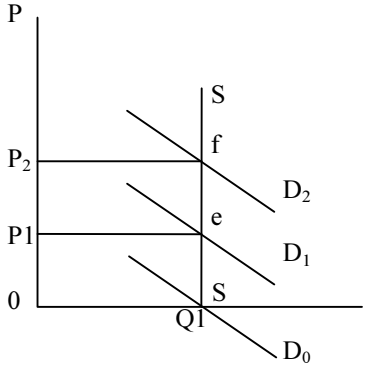

চাহিদা বৃদ্ধির কারণে অর্থনৈতিক খাজনা বাড়ে। যেমন, চাহিদা রেখা D_1 থেকে D_2 হলে দামও P_2 তে বাড়বে। তখন আয় বা অর্থনৈতিক খাজনাও বেড়ে হবে OP_2fQ_2। এক্ষেত্রে দেখা যায় যে, জমি বা অপর কোন উপকরণের যোগান সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক হলে চাহিদা বৃদ্ধির কারণে অর্থনৈতিক খাজনা বাড়ে। যে উপকরণের যোগান সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক, গমের দ্বারা সেই যোগান প্রভাবিত হয় না। তবে সেই উপকরণের দাম

চাহিদার দ্বারা প্রভাবিত হয়। যেমন – চাহিদার বৃদ্ধি ঘটলে অর্থাৎ চাহিদা রেখা ডানদিকে স্থানান্তরিত হলে খাজনার পরিমাণ বেড়ে যায়।

২। রিকার্ডোর বক্তব্য অনুসারে জমির উর্বরতার মধ্যে পার্থক্য থাকে বলে খাজনা প্রদান করা হয়। নিকৃষ্ট জমি অপেক্ষা উর্বরতার দিক থেকে উৎকৃষ্ট জমি বাড়তি উপার্জন করতে পারে। তাই উৎকৃষ্ট জমি ব্যবহারকারীরা মালিকের নিকট খাজনা প্রদান করে।

৩। যদি সব জমি সমান উর্বর ও সমান সুবিধাজনক হয়ও তবুও খাজনার উৎপত্তি হতে পারে। কারণ মোট চাহিদার তুলনায় মোট জমির যোগান যদি কম থাকে, তবে জমি ব্যবহারকারীদেরকে খাজনা প্রদান করতে হয়। উপাদানের যোগান সম্পূর্ণ স্থির (সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক) না থাকলেও চাহিদার তুলনায় উপাদানের যোগান কম হলে খাজনার উদ্ভব হতে পারে।

৪। উপাদানের যোগান সীমিত অথচ উৎপাদনের জন্য তা' অত্যাবশ্যক, এমন হলে সেই উপকরণের জন্য খাজনা প্রদান করতে হয়। কোন কোন উপাদান এমনই যে, তাকে ছাড়া উৎপাদন করা সম্ভব নয়। যেমন – ফসল যদি পেতে হয়, তবে জমি লাগবেই। আর সেই জমির যোগান যেহেতু সীমিত, অথচ প্রয়োজন যেহেতু অত্যধিক, তাই জমির মালিককে জমি ব্যবহারের জন্য দাম বা খাজনা দিতে হয়।

৫। জমির অবস্থানগত ভিন্নতার কারণে কাম্য জমি ব্যবহারকারীদেরকে খাজনা দিতে হয়। যেমন জমি ব্যবহারকারীর কাছে শহর বা বাজারের নিকটবর্তী জমি দূরবর্তী জমির চেয়ে বেশি চাহিদা সম্পন্ন। যাতায়াত ও পরিবহন সুবিধাসহ জমির খাজনা দূরবর্তী বা তুলনামূলক অসুবিধাসম্পন্ন জমির খাজনার তুলনায় বেশি হয়।

৬। স্থানান্তর ব্যয় যা সুযোগ ব্যয়ের প্রেক্ষিতে খাজনা দিতে হয়। জমিকে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা যায়। যেমন – কৃষিকাজ, পশুচারণ, গৃহ নির্মাণ, শিল্প কাঠামো নির্মাণ ইত্যাদি। জমির বিকল্প ব্যবহারের প্রেক্ষিতে সুযোগ ব্যয় নির্ধারিত হয়। ধরা যাক্ একখন্ড জমিতে যদি ধান চাষ করা হয়, তবে হয়ত অনুর্বরতার কারণে উৎপাদন ব্যয় উঠলেও উদ্বৃত্ত থাকল না। তখন সেই জমির মালিক যদি চিন্তা করে যে, পাট চাষ করে ধানের তুলনায় উদ্বৃত্ত অর্থ তার থাকবে, তবে পাট চাষে সে জমি ব্যবহার করবে। এমতাবস্থায় ধান চাষের পরিবর্তে পাট চাষ থেকে প্রাপ্ত উদ্বৃত্ত অর্থ খাজনা হিসাবে বিবেচিত হবে।

৭। জমিতে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি কার্যকর হয় বলে খাজনা প্রদান করতে হয়। একই জমিতে বাড়তি শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করলে প্রান্তিক উৎপাদন কমে। যখন শ্রম ও মূলধনের যৌথ একক নিয়োগ থেকে প্রাপ্ত প্রান্তিক উৎপাদন এবং উপাদানের একক ভিত্তিক খরচ সমান হয়, তখন উৎপাদনকারী বাড়তি শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করে না। প্রান্তিক উৎপাদনের তুলনায় যে সব এককের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত উৎপাদন বা উদ্বৃত্ত পাওয়া যায়, তা খাজনা হিসাবে বিবেচনাযোগ্য। ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি কার্যকর না হলে একই জমিতে বাড়তি শ্রম ও মূলধন কাজে লাগিয়ে প্রয়োজন অনুযায়ি যত খুশি উৎপাদন করা যেত। তখন খাজনা উদ্ভবের কোন সুযোগ থাকে না।

সারসংক্ষেপ

১. খাজনার সংজ্ঞা থেকে যে বিষয়গুলো উপলব্ধি করা যায়, তাহলো –

ক. অর্থনৈতিক খাজনা বলতে উৎপাদনের সেই সব স্থির উপকরণ (যেমন – জমি) ব্যবহারের জন্য প্রদত্ত অর্থকে বুঝানো হয়, যেসব উপকরণের যোগান সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক।

খ. অর্থনৈতিক খাজনার ভিত্তি হলো উদ্বৃত্ত। যোগানের সীমাবদ্ধতার কারণে জমি বা

অনুরূপ কোন স্থির উপকরণের মালিক যে উদ্বৃত্ত আয় পায়, তা হলো খাজনা।

গ. উৎপাদন ক্ষেত্রে নিযুক্ত উপাদানের সুযোগ ব্যয় অপেক্ষা বাড়তি উপার্জিত অর্থকে খাজনা বলে।

২. খাজনা দেয়ার (উদ্ভবের) কারণগুলো হচ্ছে –

ক. চাহিদার তুলনায় উপাদান যোগানের স্বল্পতার কারণে খাজনা দিতে হয় (স্বল্পতা ভিত্তিক খাজনা) ;

খ. উপাদানের পার্থক্যজনিত কারণে খাজনা দিতে হয়, যেমন – জমির উর্বরতার মধ্যে পার্থক্য থাকে বলে এবং জমির অবস্থানগত ভিন্নতার কারণে খাজনা দেয়া হয় ;

গ. উপাদানের অপরিহার্যতার কারণেও খাজনা প্রদান করতে হয় ;

ঘ. উপাদানের স্থানান্তর ব্যয় যা সুযোগ ব্যয়ের প্রেক্ষিতে খাজনা দিতে হয় ;

ঙ. জমিতে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি কার্যকর হয় বলে খাজনা প্রদান করতে হয়।

অনুশীলনী ১১.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

১। খাজনা বলতে কি বুঝানো হয়?

ক. বাড়ি, দোকান, গাড়ী এসবের ভাড়া

খ. জমি ব্যবহারজনিত দাম

গ. সরকারকে প্রদত্ত কর

ঘ. মূলধন নিয়োগ বাবদ প্রাপ্তি

২। অর্থনৈতিক খাজনা কোন বিষয়ের সাথে জড়িত?

ক. ব্যাংক প্রদত্ত সুদ খ. জমির দাম

গ. শ্রমিকের দাম ঘ. ম্যানেজারের প্রাপ্তি

৩। খাজনা প্রদানে কোন কারণগুলো প্রাধান্য পায়?

ক. খাদ্য শস্যের দাম বেড়ে যাওয়ার কারণে

খ. জমি থেকে প্রাপ্ত ফসল ক্রমাগত কমে আসার কারণে

গ. জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে

ঘ. যুদ্ধ ও রাজনৈতিক বিশৃংখলার কারণে

৪। জমির যোগান স্থির থাকার কারণ কি?

ক. জমি প্রকৃতি প্রদত্ত

খ. জমির বিকল্প নেই

গ. জনগণের কাছে জমির চাহিদা অপরিবর্তিত

ঘ. নতুন দ্বীপ বা চর না দেখা দেওয়ায়

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

ক. খাজনার একটি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা প্রদান করুন।

খ. খাজনা উৎপত্তির তিনটি কারণ কি কি?

পাঠ ২ : মোট খাজনা ও নীট খাজনা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- মোট খাজনা কি, তা বলতে পারবেন।
- নীট খাজনা কি, তা বলতে পারবেন।
- মোট খাজনা ও নীট খাজনার মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করতে পারবেন।

১১.২.১ মোট খাজনা ও নীট খাজনার সংজ্ঞা

জমি ব্যবহারকারী কর্তৃক জমির মালিককে চুক্তি অনুসারে প্রদত্ত মোট অর্থকে (বা মোট বাড়তি ফসল প্রাপ্তিকে) মোট খাজনা বলা হয়। চুক্তিভিত্তিক খাজনা যা সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাকে মোট খাজনা হিসাবে বুঝানো হয়। চুক্তিভিত্তিক প্রাপ্ত খাজনা বা মোট খাজনার মধ্যে জমির বিশুদ্ধ খাজনা যেমন থাকে, তেমনি তার মধ্যে জমির মালিকের মূলধন নিয়োগবাবদ সুদ, প্রাপ্তিযোগ্য মজুরি, মালিক কর্তৃক সরকারকে প্রদত্ত কর অন্তর্ভুক্ত থাকে। এসবকে মোট খাজনা থেকে বিয়োগ করলে যা থাকে তা'হলো নীট খাজনা বা বিশুদ্ধ অর্থনৈতিক খাজনা। সুতরাং বিশুদ্ধ অর্থনৈতিক খাজনা বা নীট খাজনা হলো উপাদান ব্যবহারজনিত প্রদত্ত অর্থ, যা সেই উপাদানের অস্থিতিস্থাপকতার জন্য দেওয়া হয় এবং নীট খাজনার মধ্যে সুদ, মজুরী, কর এসব বিষয় থাকে না।

১১.২.২ মোট খাজনার উপাদানসমূহ [মোট খাজনা ও নীট খাজনার পার্থক্য নির্দেশ]

মোট খাজনা একটি প্রসারিত ধারণা। মোট খাজনার মধ্যে থাকে নীট খাজনাসহ আর কিছু উপাদান। চলুন সেগুলোর উপর আলোকপাত করা যাক। জমির মালিককে যখন অর্থ প্রদান করা হয়, তখন জমির উপর নির্মিত ঘরবাড়ি বা নলকূপ বাবদ অর্থও তার মধ্যে থাকে। কিন্তু সেই ঘরবাড়ি, নলকূপ এসব সরাসরি জমি হিসাবে বিবেচ্য নয়। বরং তা' স্থায়ী মূলধন হিসাবে গণ্য। জমি রক্ষণাবেক্ষণ বা উন্নয়নের জন্য মালিক তার মূলধন খাটাতে পারে। সেই মূলধনের জন্য যে সুদ পাওয়ার কথা ছিল, তা' খাজনার ভিতর থেকে যায়। তাছাড়া জমি ভাড়া দিলেও মালিক নিজে অনেক সময় তত্ত্বাবধান করে, সময় ব্যয় করে এবং তার জন্য তাকে পরিশ্রমও করতে হয়। কাজেই সে বাবদ মালিক অর্থ প্রাপ্তি (যা মূলতঃ তার মজুরী) আশা করতে পারে। কিন্তু তা মোট খাজনা নামক প্রাপ্তির মধ্যেই থেকে যায়। আবার জমির উপর সরকার কর ধার্য করলে মালিক নিজে সেই কর প্রদান করে। কিন্তু জমি ব্যবহারকারীর নিকট থেকে মালিক যখন খাজনা পায়, তখন সে স্বাভাবিকভাবে আশা করে যে, তার প্রদত্ত কর খাজনা প্রাপ্তির মাধ্যমে উঠে আসবে। সুতরাং মালিক কর্তৃক সরকারকে প্রদত্ত কর মোট খাজনার মধ্যে নিহিত থাকে। কাজেই সুদ, মজুরী ও কর বাবদ প্রাপ্তি ধরে নিয়ে যখন প্রসারিত দৃষ্টিতে খাজনা হিসাব করা হয়, তখন তাকে মোট খাজনা বলে। নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট জমি (বা অনুরূপ কোন উপাদান) বাবদ প্রাপ্ত মোট খাজনা থেকে মালিক কর্তৃক প্রাপ্য সুদ, মজুরী এবং মালিক প্রদত্ত কর ইত্যাদি বাবদ হিসাবকৃত অর্থ বাদ দিলে যা থাকে তাই হলো (নীট) অর্থনৈতিক খাজনা। আর তাকে বিশুদ্ধ বা প্রকৃত খাজনাও বলে। নীট খাজনা, মোট খাজনারই একটি উপাদান বা অংশ। সুতরাং মোট খাজনার উপাদানগুলো হলো নীট খাজনা, মালিকের মূলধন নিয়োগ বাবদ সুদ, মালিকের পরিশ্রম বাবদ মজুরি ও মালিক কর্তৃক প্রদত্ত কর।

সারসংক্ষেপ

ক. জমি (বা অনুরূপ কোন উপাদান) ব্যবহারের বিনিময়ে মালিককে যে অর্থ প্রদান করা হয়, তা মোট খাজনা। কারণ জমি ব্যবহারকারী কর্তৃক প্রদত্ত অর্থের সবটাই কেবল জমি বাবদ দেওয়া হয় না। সেই জমিতে নির্মিত ঘরবাড়ি বা নলকূপ থাকলে তার ব্যবহার বাবদ দামও সেই অর্থের মধ্যে থাকে। জমির দেখাশোনা বাবদ মালিকের সময় ও অর্থ ব্যয় হতে পারে। সেই বাবদে কিছু অর্থ প্রাপ্তি মালিকের পক্ষে আশা করা অস্বাভাবিক নয়। এইসব কিছু প্রাপ্তি মিলে মোট খাজনা চিহ্নিত হয়।

খ. নির্দিষ্ট জমি বা অনুরূপ কোন উপাদান বাবদ প্রাপ্ত মোট খাজনা থেকে মালিক কর্তৃক প্রাপ্য সুদ, মজুরি ও প্রদত্ত কর ইত্যাদি বাবদ অর্থ বাদ দিলে পাওয়া যায় নীট খাজনা।

গ. মোট খাজনারই একটি অংশ হলো নীট খাজনা।

ঘ. নীট খাজনাকে বিশুদ্ধ বা প্রকৃত খাজনা বলা হয়।

ঙ. মোট খাজনার উপাদানগুলো হলো নীট খাজনা, মালিকের মূলধন নিয়োগ বাবদ সুদ, মালিকের পরিশ্রম বাবদ মজুরি, মালিক কর্তৃক সরকারকে প্রদত্ত কর।

অনুশীলনী ১১.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। মোট খাজনা কি?
- ক. বাড়ি ভাড়া
- খ. জমি ও উক্ত জমিতে যাবতীয় নির্মাণ সামগ্রী বাবদ ভাড়া
- গ. শুধু জমি ব্যবহার বাবদ দাম
- ঘ. ফসলের দাম

২। নীট খাজনা কি?
- ক. মোট খাজনা থেকে সরকারকে প্রদত্ত কর
- খ. ব্যয়যোগ্য আয়
- গ. জমি থেকে প্রাপ্ত ফসল
- ঘ. মোট খাজনা থেকে জমির মালিকের প্রাপ্য সুদ, মজুরি, কর ইত্যাদি বাদ দিয়ে নীট প্রাপ্তি।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

ক. মোট খাজনা কি? তার উপাদানগুলো কি কি?

খ. নীট খাজনা কি?

গ. মোট খাজনা ও নীট খাজনার মধ্যে দু'টি পার্থক্য উল্লেখ করুন।

পাঠ ৩ : অনুপার্জিত আয়

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- অনুপার্জিত আয় বলতে কি বুঝানো হয়, তা বলতে পারবেন।
- উপার্জিত আয় ও অনুপার্জিত আয়, এই দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- খাজনাকে অনুপার্জিত আয় কেন বলা যায়, তা বলতে পারবেন।

১১.৩.১ অনুপার্জিত আয় কি?

জমির দাম বাড়লে মালিকের অতিরিক্ত আয় হয়। কিন্তু সেই অতিরিক্ত আয়ের জন্য মালিককে কোন বাড়তি পরিশ্রম বা বিনিয়োগ করতে হয় না। কাজেই শ্রম বা অর্থ বিনিয়োগ না করে কেবল দাম বৃদ্ধির কারণে জমির মালিক যে বাড়তি অর্থ হাতে পায়, তাকে অনুপার্জিত আয় বলে।

কোন হাইওয়ে (যেমন – বিশ্বরোড বা এশিয়ান হাইওয়ে নামে) একটি অবহেলিত গ্রাম বা জনপদ দিয়ে নির্মিত হলো। সেখানে জমির চাহিদা বেড়ে যায় এবং তার দাম বাড়ে। অথবা ধরা যাক, বঙ্গবন্ধু বহুমুখী সেতু নির্মাণের ফলে কোন বিশেষ অঞ্চলের জমির দাম হঠাৎ বেড়ে গেল। এর ফলে জমির মালিকরা আশাতীত আয় লাভ করতে পারে। আবার ঢাকার মূল এলাকায় জমি আগেও যা ছিল, এখনও তাই আছে। কিন্তু লোকসংখ্যা দ্রুত বেড়ে যাওয়ায় জমির দাম হু হু করে বেড়ে গেল। ঢাকার জমির মালিকদের অকল্পনীয় আয় পাওয়ার সুযোগ এসে গেল। কিন্তু সেই বাড়তি আয় পাওয়ার জন্য মালিককে কোন পরিশ্রম করতে হয়নি বা অর্থ ব্যয় করতে হয় নি। এভাবে জমির মালিকরা বিনা পরিশ্রমে বা বাড়তি কোন ব্যয় না করে যে বর্ধিত আয় পায়, সেই আয়কে অনুপার্জিত আয় বলে। সুতরাং শ্রম বা অর্থ বিনিয়োগ করে উপাদানের মালিক যখন অর্থ উপার্জন করে, সেই আয়কে উপার্জিত আয় বলে। অপরপক্ষে বিনা পরিশ্রমে বিনা ত্যাগের বিনিময়ে যে অর্থ উপাদানের মালিক পায়, তাকে অনুপার্জিত আয় বলে।

১১.৩.২ অনুপার্জিত আয় সৃষ্টির কারণ

অনুপাজির্ত আয় সৃষ্টির কারণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

১. যখন নগরীর আয়তন প্রসারিত হয়, শিল্প কলকারখানা স্থাপিত হয়, নতুন রাস্তাঘাট তৈরি হয়, বিল্ডিং গড়ে উঠে ; তখন চাষাবাদের জন্য জমির পরিমাণ কমে যায়। এমতাবস্থায় জমির দাম বাড়ে। দাম বৃদ্ধির ফলে জমির মালিক অনুপার্জিত অর্থ পেয়ে থাকে।

২. জনসংখ্যা বাড়লে একই জমির উপর সেই জনসংখ্যার চাপ বাড়ে। জমির যোগান সীমিত, অথচ জমির চাহিদা ক্রমাগত বাড়লে জমির দাম বেড়ে যায়। তখন জমির বাড়তি দাম, মালিকের কাছে অনুপার্জিত হিসাবে হাতে আসে।

১১.৩.৩ অনুপার্জিত আয়ের উপর কর আরোপের যুক্তি

জমির চাহিদা তথা দাম বেড়ে যাওয়ার কারণে জমির মালিক যে খাজনা পায়, তার জন্য জমির মালিকের কোন শ্রম ব্যয় করতে হয় না। জমির মালিক বসে থেকে এ বাড়তি খাজনা (অর্থ) পায়। কাজেই তা অনুপার্জিত আয়। সেই অনুপার্জিত আয়ের উপর সরকার কর আরোপ করলে জমির যোগান তাতে কমবে না। কর আরোপের উপযুক্ত ক্ষেত্র হলো এ অনুপার্জিত আয়। কারণ অনুপার্জিত আয়ের উপর সরকার কর আরোপ করলে জমির যোগান কমবে না, কর আরোপের দ্বারা সমাজের উপর কোন বাড়তি ভারও পড়বে না, অথচ সরকারী কোষাগারে রাজস্ব আসবে যথেষ্ট।

সারসংক্ষেপ

ক. খাজনাকে অনুপার্জিত আয় বলে। কারণ খাজনা পাওয়ার জন্য মালিকের কোন বাড়তি পরিশ্রম করতে হয় না।

খ. জমির চাহিদা বাড়লে জমির দাম বাড়ে। জমির দাম বাড়লে মালিক আপনা আপনি বেশি অর্থ পেয়ে যায়। অথচ তার জন্য মালিকের বাড়তি পরিশ্রম করতে হয় না।

অনুশীলনী ১১.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

১। অনুপার্জিত আয় কি?
   ক. জমির মালিক কর্তৃক প্রাপ্ত মজুরি
   খ. ফসল বিক্রয় বাবদ প্রাপ্ত অর্থ
   গ. জমিতে নির্মিত ঘরবাড়ির ভাড়া
   ঘ. পরিশ্রম ব্যতিরেকে জমির দাম বৃদ্ধির কারণে জমির মালিকের প্রাপ্ত অতিরিক্ত আয়।

২। অনুপার্জিত আয় প্রাপ্তির কারণ কি কি?
   ক. জনসংখ্যা বাড়লে জমির চাহিদা বাড়ে
   খ. মালিকের পরিশ্রমের মাত্রা বাড়লে
   গ. নগরীর আয়তন প্রসারিত হলে
   ঘ. চাষযোগ্য জমির পরিমাণ বেড়ে গেলে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

ক. অনুপার্জিত আয় কি?

খ. উপার্জিত আয় ও অনুপার্জিত আয়ের মধ্যে পার্থক্য কিরূপ?

গ. অনুপার্জিত আয় প্রাপ্তির কারণ উল্লেখ করুন।

পাঠ ৪ : নিম খাজনা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- নিম খাজনা বলতে কি বুঝানো হয়, তা বলতে পারবেন।
- নিম খাজনা ও অর্থনৈতিক খাজনা, এই দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি করতে পারবেন।
- নিম খাজনা কেন স্বল্পকালে থাকে, কিন্তু দীর্ঘকালে থাকে না, তা বলতে পারবেন।
- খাজনা, নিম খাজনা ও সুদের হারের মধ্যে পার্থক্য কিরূপ, তা বলতে পারবেন।
- নিম খাজনা ও অর্থনৈতিক মুনাফা একই কিনা, তা বলতে পারবেন।

১১.৪.১ নিম খাজনার সংজ্ঞা ও প্রকৃতি

উপাদান যোগানের অস্থিতিস্থাপকতা থেকে খাজনা সংক্রান্ত বিষয়ের উদ্ভব হয়। যেমন – উৎকৃষ্ট জমির যোগান স্থির, তাই জমির চাহিদা বাড়লে সেই জমির মালিকরা তা থেকে উদ্বৃত্ত (খাজনা) উপার্জন করতে পারে। তবে জমি ছাড়াও এমন কিছু উপকরণ বা সম্পদ আছে, যাদের যোগানও অন্ততঃ স্বল্পকালের জন্য সীমিত। যেমন – কলকারখানায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি স্বল্পকালে পরিবর্তনযোগ্য নয়। ফলে সেসব যন্ত্রপাতি বা মূলধন সামগ্রীর যোগান স্থির বলে তা থেকে উদ্বৃত্ত আয় আসতে পারে। এ ধরনের আয়কে অধ্যাপক মার্শাল নিম খাজনা বা খাজনা সদৃশ (ছঁধংর-ৎবহঃ) বলেছেন। সুতরাং স্বল্পকালে যন্ত্রপাতি বা মূলধন সামগ্রীর ন্যায় স্থির উপাদানের জন্য মালিক কর্তৃক প্রাপ্ত বাড়তি উপার্জনকে নিম খাজনা বলে।

আধুনিক অর্থনীতিবিদরা মনে করেন যে, খাজনা শুধু জমির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, বরং যে কোন উপাদানের আয়ের মধ্যে খাজনা অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। এ ধারণার প্রেক্ষিতে নিম খাজনা আলোচিত হয়। এসবের যোগান বাড়াতে সময় লাগে। যেমন – ঢাকা নগরীতে লোকসংখ্যা বেড়ে যাওয়ার ফলে আবাসিক সমস্যা প্রকট হয়ে উঠছে। এমতাবস্থায় নতুন নতুন বিল্ডিং তৈরী সময় সাপেক্ষ বলে পুরনো বাড়িঘরের ভাড়া অনেক বেড়ে গিয়েছে। পুরনো বাড়িঘরের জন্য মালিকের তেমন অতিরিক্ত খরচ করতে হয় না, অথচ বাড়তি ভাড়া সহজেই তার হাতে আসে। এ ধরনের বাড়তি অর্থ, যা যোগানের সীমাবদ্ধতার কারণে অর্জিত হয়, সেই অর্থকে নিম খাজনা বলা হবে। কিন্তু দীর্ঘকালে অনেক নতুন বাড়িঘর তৈরী হলে এবং সরকার গৃহ সমস্যার সমাধানে এগিয়ে এলে বাড়ি ভাড়াও কমে যেতে পারে। কাজেই স্বল্পকালীন নিম খাজনা দেখা দিলেও দীর্ঘকালে সেই খাজনা নাও থাকতে পারে।

১১.৪.২ সাধারণ খাজনা বা অর্থনৈতিক খাজনার সঙ্গে নিম খাজনার পার্থক্য

ভূমির যোগান সীমাবদ্ধ। ভূমির অস্থিতিস্থাপক যোগানের কারণে যে অতিরিক্ত অর্থ পাওয়া যায় তাকে অর্থনীতিতে খাজনা বলে। অপরদিকে প্রকৃতি প্রদত্ত নয়, কিন্তু মানুষের দ্বারা রূপান্তরিত উপকরণ (যেমন – মূলধন বা যন্ত্রপাতি) থেকে যে অতিরিক্ত আয় স্বল্পকালে পাওয়া যায়, তাকে নিম খাজনা বলে। অর্থনৈতিক খাজনা স্বল্পকাল ও দীর্ঘকাল উভয়ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু নিম খাজনা স্বল্পকালীন বিষয়। অর্থনৈতিক খাজনা প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদের সঙ্গে জড়িত। অপরদিকে প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদকে রূপান্তরিত করে মানুষ যে সম্পদ প্রস্তুত করে সেই বাবদ প্রাপ্ত খাজনাকে নিম খাজনা বলে।

১১.৪.৩ নিম খাজনাকে অপূর্ণাঙ্গ খাজনা কেন বলা যায়?

জমির ন্যায় অন্যান্য উপকরণের যোগান যদি নির্দিষ্ট থাকে, তবে সেই উপকরণগুলোর যোগানও জমির ন্যায় অস্থিতিস্থাপক হয়। কিন্তু এমন হতে পারে যে, অন্যান্য উপকরণের যোগানের অস্থিতিস্থাপকতা স্থায়ী নয়, তা সাময়িক। স্বল্পকালে সেই উপকরণের যোগান

বাড়ানো বা কমানো না গেলেও দীর্ঘকালে তার যোগান স্থিতিস্থাপক হতে পারে। অর্থাৎ তাদের যোগান প্রয়োজন অনুসারে বাড়ানো-কমানো যায়। কিন্তু জমির যোগান স্বল্পকাল ও দীর্ঘকাল উভয় ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট, অর্থাৎ সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক। তাই জমি থেকে প্রাপ্ত খাজনাকে পূর্ণাঙ্গ খাজনা বলা হয়। কিন্তু মানুষের তৈরি যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম এর যোগান স্বল্পকালে স্থির থাকতে পারে। কিন্তু দীর্ঘকালে এদের যোগান পরিবর্তন করা যায়। স্বল্পকালে অপরিবর্তনযোগ্য যন্ত্রপাতি বা সরঞ্জামের আয় নির্দেশ করার জন্য মার্শাল 'অপূর্ণাঙ্গ খাজনা' ধারণাটি ব্যবহার করেন। কিন্তু দীর্ঘকালে যেহেতু এদের যোগান পরিবর্তন করা যায়, তাই দীর্ঘকালে এই খাজনা আর থাকে না। নিম খাজনা স্বল্পকালের জন্য প্রযোজ্য হলেও দীর্ঘকালের জন্য তা খাজনাকে অপূর্ণাঙ্গ খাজনা বলে। তাদের মধ্যে স্বল্পকালে মৌলিক পার্থক্য নেই। তবে জমির খাজনা ও নিম খাজনার মধ্যে দীর্ঘকালে তফাৎ দেখা দেয়।

১১.৪.৪ খাজনা, নিম খাজনা ও সুদের মধ্যে সম্পর্ক

সাধারণভাবে বলা হয় যে, জমির আয় হলো খাজনা। মনুষ্য সৃষ্ট যন্ত্রপাতি বা মূলধন থেকে প্রাপ্ত আয়কে নিম খাজনা বলে। আবার ঋণযোগ্য মূলধনের আয়কে সুদ বলে। সাধারণভাবে ধরে নেওয়া হয় যে, স্বল্পকাল ও দীর্ঘকাল উভয় ক্ষেত্রে জমির যোগান মোটামুটি অস্থিতিস্থাপক অর্থাৎ তেমন পরিবর্তনযোগ্য নয়। মানুষের সৃষ্ট মূলধন বা যন্ত্রপাতি স্বল্পকালে স্থির থাকলেও দীর্ঘকালে পরিবর্তনযোগ্য।

মূলধন ভাসমান ও স্থায়ী হতে পারে। কখনও ভাসমান স্থায়ী মূলধনে পরিণত হয়, আবার কখনও অবচয় তহবিলের দ্বারা স্থায়ী মূলধন ভাসমান মূলধনে রূপান্তরিত হয়। তবে ভাসমান মূলধনের যোগান দ্রুত পরিবর্তন করা সম্ভব হলেও স্থায়ী মূলধনের পরিবর্তন ততটা সহজসাধ্য নয়। স্থায়ী মূলধনের যোগান স্বল্পকালে অস্থিতিস্থাপক। আর স্থায়ী মূলধনের অস্থিতিস্থাপকতার কারণে প্রাপ্ত অতিরিক্ত উপার্জনকে নিম খাজনা বলে। কিন্তু ঋণযোগ্য মূলধনের যোগান স্বল্পকাল ও দীর্ঘকাল উভয় সময়ই মোটামুটি স্থিতিস্থাপক। এ ধরনের মূলধন থেকে প্রাপ্ত আয়কে সুদ বলে, তাকে নিম খাজনা বলা হয় না। মানুষের সম্পত্তি নানা ধরনের হতে পারে। যেমন – জমি, বাড়ি, কলকারখানা, স্থায়ী মূলধন সামগ্রী, ঋণযোগ্য মূলধন ইত্যাদি। কিন্তু এক এক ধরনের সম্পত্তি থেকে উপার্জিত আয়কে এক এক নামে অভিহিত করা হয়। যেমন জমি ও বাড়ি থেকে উপার্জিত অর্থকে খাজনা, স্থায়ী মূলধন সামগ্রী থেকে উপার্জিত অর্থকে নিম খাজনা এবং ঋণযোগ্য মূলধন থেকে উপার্জিত আয়কে সুদ বলে। কাজেই ভাসমান মূলধন যখন স্থায়ী মূলধনে পরিণত হয়, তখন সুদের পরিবর্তে নিম খাজনা বিবেচনায় এসে পড়ে। সুতরাং খাজনা, নিম খাজনা ও সুদ এদের পরস্পরের মধ্যে সাদৃশ্য আছে। অনেক সময় এদের মধ্যে পার্থক্যের সীমা রেখা টানা কঠিন হয়ে পড়ে।

সারসংক্ষেপ

ক. জমির যোগানের অস্থিতিস্থাপকতা থেকে খাজনা উৎপত্তি হয়। কিন্তু জমি ছাড়াও এমন কিছু উপকরণ বা সম্পদ (যন্ত্রপাতি) আছে, যাদের যোগান স্বল্পকালে সীমিত, তাদের জন্য খাজনার অনুরূপ প্রাপ্তি আসে। সেই প্রাপ্তি হলো নিম খাজনা।

খ. খাজনা সংক্রান্ত বিষয়টি স্বল্পকাল ও দীর্ঘকাল উভয় সময়ের জন্য প্রযোজ্য। কিন্তু নিম খাজনার ধারণা দীর্ঘকালের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

গ. খাজনা সংক্রান্ত ধারণা মূলতঃ জমির সাথে জড়িত। কিন্তু নিম খাজনা স্বল্পকালে বিশেষিকৃত মূলধন সামগ্রী বা যন্ত্রপাতির সাথে জড়িত।

ঘ. জমির খাজনা ও অন্যান্য উপাদানের অপূর্ণাঙ্গ খাজনা তথা নিম খাজনার মধ্যে স্বল্পকালে কোন পার্থক্য থাকে না। তবে দীর্ঘকালে অন্যান্য উপাদানের পরিবর্তন যোগ্যতার কারণে নিম খাজনা থাকে না।

অনুশীলনী ১১.৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। নিম খাজনা কি?
- ক. জমি সংক্রান্ত খাজনা
- খ. জমি ব্যতিরেকে মূলধন বা যন্ত্রপাতির স্বল্পকালের প্রাপ্তি
- গ. সরকারকে প্রদত্ত কর
- ঘ. স্থানান্তরিত আয়।

২। নিম খাজনার উৎপত্তির কারণ কি?
- ক. জমির যোগান সীমিত বলে
- খ. স্বল্পকালে বিশেষিকৃত মূলধন ও যন্ত্রপাতির সীমিত যোগানের কারণে
- গ. সরকার কর্তৃক অধিক রাজস্ব সংগ্রহের কারণে
- ঘ. নগরীতে গৃহ সমস্যার কারণে।

৩। নিম খাজনার ধারণা কে প্রদান করেন?
- ক. রিকার্ডো খ. কেইনস্
- গ. মার্শাল ঘ. মিসেস রবিনসন

৪। নিম খাজনা চিকিৎসক, প্রকৌশলী, গায়ক, শিল্পী এসব পেশার ক্ষেত্রে কেন প্রযোজ্য হয়?
- ক. তাদের চাহিদা স্বল্পকালে হঠাৎ বেড়ে গেলে
- খ. সমাজের তাদের মর্যাদা বেশি বলে
- গ. পেশা শিক্ষায় অধিক ব্যয় হয় বলে
- ঘ. আয় প্রাপ্তির দিকে তাদের অধিক নজর থাকে বলে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

ক. নিম খাজনা কি?

খ. খাজনা ও নিম খাজনার মধ্যে পার্থক্য কি?

গ. নিম খাজনা দেখা দেওয়ায় তিনটি কারণ উল্লেখ করুন।

পাঠ ৫ : রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্ব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- রিকার্ডোর তত্ত্ব অনুসারে খাজনা বলতে কি বুঝানো হয়, তা বলতে পারবেন।
- রিকার্ডোর মতে খাজনা উৎপত্তির মূল কারণগুলো জানতে পারবেন।
- রিকার্ডো খাজনাকে কেন পার্থক্যজনিত আয় হিসাবে চিহ্নিত করেন তা বলতে পারবেন।
- জমির স্বল্পতা তথা প্রকৃতির কৃপণতা খাজনার জন্য দায়ী – এ বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারবেন।
- বিভিন্ন জমির মধ্যে উর্বরতার পার্থক্য থাকলে অথবা অবস্থানগত পার্থক্য থাকলে কিভাবে খাজনার উৎপত্তি হয়, তা বলতে পারবেন।

[খাজনা তত্ত্ব সম্পর্কে ডেভিড রিকার্ডো যে বক্তব্য রাখেন তা খাজনা সম্পর্কিত অর্থনীতির একেবারে প্রথম বক্তব্য নয়। রিকার্ডোর পূর্বেও কোন কোন চিন্তাবিদ খাজনা সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করেছেন। তবে রিকার্ডোর তত্ত্ব একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা হিসাবে অনেক অর্থনীতিবিদের কাছে মনে হয়েছে।]

১১.৫.১ রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বের মূল কথা

রিকার্ডোর বক্তব্য অনুসারে প্রকৃতি প্রদত্ত ক্ষমতার কারণে অর্থাৎ জমির মৌলিক ও অবিনশ্বর গুণের কারণে জমি থেকে ফসল পাওয়া যায়। সেই ফসলের অংশ যা জমির মালিককে দেওয়া হয়, তাই হলো জমির খাজনা। প্রকৃতি অকৃপণভাবে মানুষকে জমির যোগান দেয়নি। তাই রিকার্ডো মনে করেন চাহিদার তুলনায় জমির যোগানের স্বল্পতার কারণে খাজনার উদ্ভব হয়। ভূমিবাদি অর্থনীতিবিদগণ মনে করতেন প্রকৃতির দয়ায় খাজনা পাওয়া যায়। কিন্তু রিকার্ডোর মতে প্রকৃতির কৃপণতাই খাজনার জন্য দায়ী। প্রকৃতি যদি কৃপণ না হত অর্থাৎ উর্বর জমি যদি অফুরন্ত পাওয়া যেত, তা হলে জমি থেকে খাজনার উৎপত্তি হত না। জমির পরিমাণ যেহেতু প্রয়োজনের তুলনায় কম, তাই খাজনার উৎপত্তি ঘটে।

রিকার্ডো আরও মনে করে, খাজনা হলো উৎপাদকের উদ্বৃত্ত। জমির উর্বরতার পার্থক্যের কারণে সেই উদ্বৃত্ত আয় বা খাজনা দেখা দেয়। একই দৃষ্টিকোণ থেকে খাজনাকে প্রার্থক্যজনিত আয় বলা যায়। বিভিন্ন জমির মধ্যে উর্বরতার পার্থক্য আছে। কোন জমি বেশি উর্বর এবং কোনটি কম উর্বর। প্রথমে বেশি উর্বর জমি চাষের আওতায় আসে। তারপর ফসলের চাহিদা বাড়লে ক্রমেই অনুর্বর জমি চাষের আওতায় আনতে হয়। যে জমি চাষ করার পর প্রাপ্ত ফসলের দাম দ্বারা কেবল চাষের খরচ নির্বাহ করা যায়, কিন্তু কোন উদ্বৃত্ত পাওয়া যায় না, সেই জমিকে প্রান্তিক জমি বলে। প্রান্তিক জমির খাজনা নেই। প্রান্তিক জমির তুলনায় উর্বর জমিতে প্রাপ্ত অতিরিক্ত (খরচের উদ্বৃত্ত) ফসল হলো খাজনা।

রিকার্ডোর তত্ত্বের মূল বক্তব্য অনুসারে দু'টি কারণে খাজনার উদ্ভব হয়। সেই দু'টি কারণ কি কি?

১। যদি বিভিন্ন জমি সমজাতীয় হয়, অর্থাৎ গুণাগুণের দিক থেকে তারা যদি একই রকম হয়, তবে চাহিদার তুলনায় জমির স্বল্পতার কারণে খাজনা (Scarcity rent) দেখা দেয়।

২। যখন গুণগত দিক থেকে বিভিন্ন জমি বিভিন্ন রকম হয়, তখন উর্বরতা ও অবস্থানগত দিক থেকে নিকৃষ্ট জমির তুলনায় উৎকৃষ্ট জমিতে তারতম্যমূলক খাজনা (Differential rent) দেখা দেয়।

১১.৫.২ রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বের অনুমিতি

১. সমগ্র সমাজের প্রেক্ষিতে বিবেচিত জমির যোগান সীমিত।
২. জমি যেহেতু প্রকৃতি প্রদত্ত, তাই তার যোগান মূল্য নেই। জমির দাম বাড়লেও যোগান বৃদ্ধির সুযোগ নেই।
৩. ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি কার্যকর।
৪. জমির উৎপাদন ক্ষমতা তথা উর্বরতার পার্থক্যের কারণে খাজনার উৎপত্তি হয়।
৫. জমির মৌলিক ও অবিনশ্বর ক্ষমতা আছে।

১১.৫.৩ রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বের উদাহরণভিত্তিক বিশ্লেষণ

উর্বরা শক্তির ভিত্তিতে জমিকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাক : ১ম , ২য় ও ৩য়। ১ম শ্রেণীর জমিকে উৎকৃষ্ট, ২য় শ্রেণীর জমিকে মধ্যম এবং ৩য় শ্রেণীর জমিকে নিকৃষ্ট বলা হয়। ৩য় শ্রেণীর জমিকে প্রান্তিক জমি (সধৎমরহধষ ষধহফ) বলা হয়। প্রান্তিক জমির প্রাপ্ত ফসল ও সেই ফলে উৎপাদনের ব্যয় সমান। সেখানে কোন উদ্বৃত্ত পাওয়া যায় না। কাজেই প্রান্তিক জমি বাবদ কোন খাজনা দিতে হয় না। প্রান্তিক জমির তুলনায় ১ম ও ২য় শ্রেণীর জমিতে যে বাড়তি ফসল পাওয়া যায়, তার আর্থিক মূল্যকে খাজনা বলা হয়। ৩য় শ্রেণী অপেক্ষা ২য় শ্রেণীর জমিতে ফসল বেশী পাওয়া যায় এবং ২য় শ্রেণী অপেক্ষা ১ম শ্রেণীর জমিতে আরও বেশি ফসল পাওয়া যায়। তাই ৩য় শ্রেণীর (প্রান্তিক) জমির ভিত্তিতে ২য় শ্রেণীর জমি থেকে যতটা খাজনা পাওয়া যায়, তার তুলনায় ১ম শ্রেণীর জমিতে খাজনা বেশি হয়।

জমির শ্রেণী	একর প্রতি উৎপাদন (কুইন্টাল)	প্রতি কুইন্টালের দাম (টাকা)	মোট আয় (টাকা)	মোট খরচ (টাকা)	উদ্বৃত্ত বা খাজনা (টাকা)
১ম শ্রেণী	২০	৪০০	৮০০০	২০০০	৬০০০
২য় শ্রেণী	১০	৪০০	৪০০০	২০০০	২০০০
৩য় শ্রেণী	৫	৪০০	২০০০	২০০০	০ (শূন্য)

উপরের সূচিতে লক্ষ্য করা যায় যে, ১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণীর জমির একর প্রতি উৎপাদন যথাক্রমে ২০, ১০ ও ৫ কুইন্টাল। প্রতি কুইন্টালের দাম ৪০০ টাকা হলে উৎপন্ন ফসল বিক্রি করে উৎপাদক অর্থ পায় যথাক্রমে ৮০০০, ৪০০০ ও ২০০০ টাকা। একর প্রতি জমির উৎপাদন ব্যয় ধরা যায় ২০০০ টাকা। সুতরাং

১ম শ্রেণীর জমির খাজনা = ৮০০০ – ২০০০ = ৬০০০ টাকা।
২য় শ্রেণীর জমির খাজনা = ৪০০০ – ২০০০ = ২০০০ টাকা।
৩য় শ্রেণীর জমির খাজনা = ২০০০ – ২০০০ = ০ (শূন্য) টাকা।

সুতরাং ৩য় শ্রেণীর জমিতে কোন খাজনা থাকে না। এখানে ২য় শ্রেণীর জমিটি প্রান্তিক জমি হিসাবে বিবেচ্য। সেই প্রান্তিক জমির তুলনায় ১ম ও ২য় শ্রেণীর জমিতে যে উদ্বৃত্ত পাওয়া যায়, তাই খাজনা নামে অভিহিত হয়। লক্ষ্য করা যায় যে, প্রান্তিক জমির তুলনায় জমিতে অধিক খাজনা থাকে এবং ২য় শ্রেণীর জমিতে তার তুলনায় খাজনার পরিমাণ কম হয়।

১১.৫.৪ রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বের চিত্রভিত্তিক বিশ্লেষণ

চিত্রে রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্ব নির্দেশ করা হলো। ভূমি অক্ষে জমির শ্রেণী ও লম্ব অক্ষে উৎপাদনের পরিমাণ ও উৎপাদন ব্যয় নির্দেশ করা হয়েছে। ১ম শ্রেণীর জমিকে অ, ২য় শ্রেণীর জমিকে ই এবং ৩য় শ্রেণীর জমিকে ঈ হিসাবে নির্দেশ করা হলো। অ তে সংশ্লিষ্ট আয়তক্ষেত্র ৮০০০ টাকার উৎপাদন, B তে সংশ্লিষ্ট আয়তক্ষেত্র ৪০০০ টাকার উৎপাদন এবং C তে সংশ্লিষ্ট আয়তক্ষেত্র ২০০০ টাকার উৎপাদন নির্দেশ করে। C কে এখানে প্রান্তিক জমি বলা হয়। ঈ তে সংশ্লিষ্ট আয়তক্ষেত্রের সমান আয়তক্ষেত্র, অ তে সংশ্লিষ্ট আয়তক্ষেত্র থেকে বাদ দিলে পাওয়া যায় অ জমির খাজনা। অ তে সংশ্লিষ্ট আয়তক্ষেত্রের ছায়াবৃত্ত অংশ দ্বারা অ জমির খাজনা দেখানো হয়। একইভাবে C তে সংশ্লিষ্ট আয়তক্ষেত্রের সমান আয়তক্ষেত্র, ই তে সংশ্লিষ্ট আয়তক্ষেত্র থেকে বাদ দিলে পাওয়া যায় ই জমির খাজনা। ই তে সংশ্লিষ্ট আয়তক্ষেত্রের ছায়াবৃত্ত অংশ দ্বারা ই জমির খাজনা দেখানো হয়।

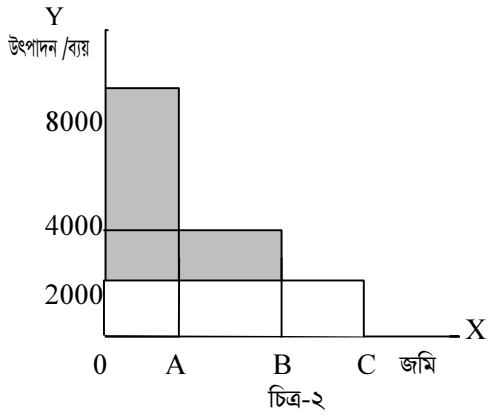

চিত্র-২

১১.৫.৫ রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বের ত্রুটি বা সমালোচনা

রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বের বিভিন্ন ভাবে সমালোচনা করা হয়েছে। নিম্নে তাদের উল্লেখ করা হল –

১। জমি প্রকৃতি প্রদত্ত হলেও তার শক্তি অবিনশ্বর নয়। জমির উর্বরতা ক্ষয় হতে পারে। আবার বৈজ্ঞানিক চাষাবাদের মাধ্যমে জমির উর্বরতা বাড়ানো যেতে পারে। তাই জমির মৌলিক ও অবিনশ্বর শক্তি নির্ধারণ করা কঠিন।

২। জমির ব্যবহারকে কেবল একটি ক্ষেত্রে সীমিত রাখা যুক্তিযুক্ত নয়। যেমন – কোন জমি একটি বিশেষ ফসল উৎপাদনের উপযোগি হলেও সেই ফসলের জন্য সেই জমি সর্বদাই থাকবে, এটি ভেবে নেওয়া ঠিক নয়। একই জমি একাধিক ব্যবহারে নিয়োগ করা সম্ভব হলে ক্ষেত্র বিশেষে জমির যোগান কমানো বা বাড়ানো যায়।

৩। রিকার্ডো মনে করেন উৎকৃষ্ট জমি প্রথমে চাষাবাদের আওতায় আনা হয়, তারপর মধ্যম এবং সর্বশেষে নিকৃষ্ট জমি চাষাবাদ করা হয়। প্রকৃত অবস্থায় মানুষ প্রথমে জমির সঠিক শ্রেণী বিভাগ করতে পারে না। মানুষ তার নিজস্ব সুবিধা অনুসারে জমি চাষ শুরু করে। এমন হতে পারে যে, সে যে জমি প্রথমে চাষ করা শুরু করল, সেই জমি উর্বরতার দিক থেকে হয়ত সর্বোৎকৃষ্ট নয়। জমির অবস্থানগত দূরত্ব সে বিবেচনায় আনতে পারে। যেমন – কোন ব্যক্তি তার বাসস্থান থেকে দূরবর্তী জমিতে চাষাবাদ করার চেয়ে নিকটবর্তী জমিতে চাষাবাদ করতে বেশী আগ্রহী থাকবে। কোন জমি বেশী উর্বর, এ বিষয়টির উপর সে প্রথমে গুরুত্ব নাও দিতে পারে।

৪। রিকার্ডোর তত্ত্বে খাজনাবিহীন জমির কথা উল্লেখ করা হয়। কিন্তু খাজনা বিহীন জমি প্রকৃত অবস্থায় দেখা যায় না।

৫। রিকার্ডোর তত্ত্ব অনুসারে কেবল খাজনা দেখা দেয়। কারণ ভূমির যোগান সীমাবদ্ধ। কিন্তু পরবর্তী কালে অধ্যাপক মার্শাল দেখান যে, ভূমি ছাড়াও যে কোন দুষ্প্রাপ্য উপাদানের ক্ষেত্রে খাজনার উৎপত্তি হতে পারে।

৬। রিকার্ডোর তত্ত্বে বলা হয়েছে যে, জমির উর্বরতার পার্থ্যকের কারণেই খাজনার উদ্ভব হয়। কিন্তু সব জমির উর্বরতা সমান হলেও ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি প্রয়োগের উপর খাজনার উৎপত্তি নির্ভর করতে পারে।

১১.৫.৬ রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো

রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

১। খাজনাকে পার্থক্যজনিত আয় বলা হয়। জমির মধ্যে কোন জমি উর্বর এবং কোন জমি অনুর্বর। প্রথমে উর্বর জমি চাষের আওতায় আসে। তারপর ফসলের চাহিদা বাড়লে ক্রমেই অনুর্বর জমি চাষের আওতায় আনতে হয়। যে জমি চাষ করার পর প্রাপ্ত ফসলের দাম দ্বারা কোন উদ্বৃত্ত পাওয়া যায় না, কেবল খরচ নির্বাহ করা যায়, সেই জমিকে প্রান্তি ক জমি বলে। প্রান্তিক জমির খাজনা নেই। প্রান্তিক জমির তুলনায় উর্বর জমিতে প্রাপ্ত অতিরিক্ত ফসল হলো খাজনা।

২। জমির আদি ও অবিনশ্বর গুণের জন্য খাজনা দেয়। রিকার্ডো মনে করেন, প্রকৃতি প্রদত্ত ক্ষমতার কারণে জমি থেকে ফসল পাওয়া যায়। সেই ফসলের অংশ যা জমির মালিককে দেওয়া হয়, তা হলো জমির খাজনা।

৩। প্রকৃতি অকৃপণভাবে অর্থাৎ অসীমরূপে জমির যোগান দেয় নি। তাই রিকার্ডো মনে করেন উৎকৃষ্ট জমির যোগান অসীম নয় বলে খাজনার উদ্ভব হয়। রিকার্ডোর মতে প্রকৃতির কৃপণতাই খাজনার জন্য দায়ী।

৪। খাজনা এক ধরনের অনুপার্জিত আয়, যেখানে জমির মালিকের কোন শ্রম ব্যয় করতে হয় না। জমির মালিক বসে থেকে যে বাড়তি অর্থ পায়, তা প্রকৃত অবস্থায় অনুপার্জিত আয়।

১১.৫.৭ অবস্থানগত খাজনা বলতে কি বুঝানো হয়?

জমির উর্বরতার পার্থক্যের উপর খাজনা নির্ভর করলেও খাজনার উৎপত্তি হিসাবে জমির অবস্থান যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে। যে জমির অবস্থান কৃষকের বাড়ি থেকে দূরে অথবা বাজার থেকে দূরে, সেই জমির অবস্থানগত অসুবিধা পরিলক্ষিত হয়। কাজেই দূরবর্তী অবস্থানের জমির খাজনা নিকটবর্তী জমির খাজনা অপেক্ষা কম হয়। আবার গ্রামের জমির তুলনায় শহরের জমিতে অবস্থানগত কারণে খাজনা বেশী হয়। আবার সেই নগরীর এক অঞ্চলের জমির তুলনায় অপর অঞ্চলের জমির চাহিদা বেশী থাকে। ফলে জমির খাজনাও বেশী হয়। কাজেই অবস্থানের তারতম্যের কারণে খাজনার মধ্যে বিভিন্নতা দেখা দেয়। অবস্থানগত কারণে যে জমির প্রাপ্তি ঘটে, সেই খাজনাকে অবস্থানিক খাজনা বলা যায়।

জমির অবস্থানের উপর খাজনা নির্ভর করে। উৎপন্ন ফসল থেকে শ্রম ও মূলধন বাবদ খরচ মিটানোর পর যে উদ্বৃত্ত পাওয়া যায় তাই হলো খাজনা। ফসল বিক্রি করে আয় পাওয়া যায় এবং ফসল উৎপাদন করতে ব্যয় হয়। উৎপাদন ব্যয় ও বিক্রয়জনিত আয় এই দুয়ের ব্যবধান থেকে উদ্বৃত্ত আসে। জমি যদি সমান উর্বরা সম্পন্নও হয়, তথাপি বাজার থেকে অবস্থানগত দূরত্বের কারণে খাজনা দেখা দিতে পারে। যদি কোন জমি বাজারের নিকটে থাকে, তবে ফসল বাজারে আনার জন্য পরিবহণ ব্যয় কম হয়। অপরদিকে দূরত্ব বেশী হলে পরিবহণ ব্যয় বেড়ে যায়।

কাজেই পরিবহন ব্যয় পার্থক্যের কারণে বাজারের নিকটবর্তী জমির খাজনা বেশী হয় এবং দূরবর্তী জমির খাজনা কম হয় বা খাজনা একেবারেই থাকে না। যদিও হয়ত বাজারের

নিকটবর্তী জমি ও দূরবর্তী জমির উর্বরতার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এ ধরনের অবস্থানগত কারণে খাজনা বা উদ্বৃত্ত দেখা দিলে সেই খাজনাকে অবস্থানজনিত খাজনা বলা হবে।

সারসংক্ষেপ

ক. রিকার্ডোর বক্তব্য অনুসারে খাজনা হলো জমির উৎপন্নের সেই অংশ, যা জমির মৌলিক ও অবিনশ্বর শক্তি ব্যবহারের দরুন জমির মালিককে প্রদান করতে হয়।

খ. চাহিদার তুলনায় জমির স্বল্পতার কারণে খাজনা (Scarcity rent) দেখা দেয়। ঃ

গ. বিভিন্ন জমির মধ্যে উর্বরতার পার্থক্য থাকলে নিকৃষ্ট জমি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জমিতে খাজনা দেখা দেয়।

ঘ. অবস্থানগত দিক থেকে নিকৃষ্ট জমির তুলনায় উৎকৃষ্ট জমিতে তারতম্যমূলক খাজনা (Differential rent) দেখা দেয়।

ঙ. খাজনা হলো অনুপার্জিত আয়।

অনুশীলনী ১১.৫

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। রিকার্ডোর তত্ত্ব অনুযায়ী খাজনা কি?
- ক. বাড়ী ভাড়া
- খ. জমি ব্যবহার বাবদ প্রদত্ত অর্থ
- গ. জমির আদি ও অবিনশ্বর গুণের কারণে মালিককে প্রদত্ত ফসলের অংশ
- ঘ. সরকারের আরোপিত জমির উপর কর।

২। রিকার্ডোর তত্ত্ব অনুযায়ী খাজনা উদ্ভবের কারণ কি কি?
- ক. জমির মালিক জমি দেখাশোনা করে বলে
- খ. বিভিন্ন জমির মধ্যে উর্বরতার পার্থক্য থাকে বলে
- গ. সরকারী নির্দেশের কারণে
- ঘ. জমিতে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি কার্যকর হওয়ার কারণে
- ঙ. যুদ্ধের কারণে।

৩। রিকার্ডোর তত্ত্ব অনুসারে খাজনাকে উৎপাদন ব্যয়ের অতিরিক্ত হিসাবে কেন চিহ্নিত করা হয়?
- ক. উৎপাদন ব্যয়ের অতিরিক্ত প্রাপ্তি উদ্বৃত্ত হিসাবে বিবেচিত হয় বলে
- খ. উৎপাদন ব্যয় ও প্রাপ্ত আয়ের ব্যবধান থেকে মুনাফা জানা যাবে বলে
- গ. জমির মালিকদের মধ্যে পূর্ণ প্রতিযোগিতার কারণে
- ঘ. অব্যবহৃত জমিকে কৃষির আওতায় আনয়নের উদ্দেশ্যে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

ক. রিকার্ডোর তত্ত্ব অনুসারে খাজনা উৎপত্তির কারণ কি কি?

খ. রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বের একটি উদাহরণ দিন।

গ. রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বের দু'টি ত্রুটি উল্লেখ করুন।

ঘ. রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বের দু'টি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।

পাঠ ৬ : খাজনা ও দাম

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- খাজনা ও দামের মধ্যে কোন সম্পর্ক আছে কিনা তা বলতে পারবেন।
- দামের কারণে খাজনা প্রভাবিত হলেও খাজনার কারণে দাম প্রভাবিত হয় না, এ বিষয়টি জানতে পারবেন।
- রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্ব অনুসারে কেন খাজনা দামের ভিতর প্রবেশ করে না এ বিষয়টি বলতে পারবেন।

১১.৬.১ খাজনা ও দামের মধ্যে সম্পর্ক কিরূপ?

রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বে বলা হয় যে, খাজনা দামের ভিতর প্রবেশ করে না (Rent does not enter into price)। এর অর্থ হলো খাজনার কারণে দামের কোন পরিবর্তন হয় না। অর্থাৎ খাজনার মাধ্যমে দাম নির্ধারিত হয় না। তাই রিকার্ডোর মতে দাম নির্ধারণের কোন উপাদান হিসাবে খাজনাকে বিবেচনা করা উচিত নয়, বরং দামের দ্বারাই খাজনা নির্ধারিত হয়। রিকার্ডোর তত্ত্বে উৎপন্ন দ্রব্যের দাম দ্বারা খাজনা নির্ধারিত হয়, খাজনার মাধ্যমে দাম নির্ধারিত হয় না। কাজেই খাজনা নির্ধারণে দামের প্রভাব থাকলেও দাম নির্ধারণে খাজনার প্রভাব নেই। খাজনা বেশী হলে ফসলের দাম বেশী হবে, একথা সত্য নয়। বরং ফসলের দাম বেশী হলে খাজনা বেশী হয়।

ক. রিকার্ডোর তত্ত্বে খাজনা দ্বারা দাম নির্ধারিত হয় না বা খাজনার কারণে দামের কোন পরিবর্তন হয় না – কারণ কি?

উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রি করে যে আয় আসে, তা থেকে উৎপাদন ব্যয় বাদ দিলে অবশিষ্টকে খাজনা বলা হয়। উৎপাদন খরচের মধ্যে খাজনাকে ধরা হয় না। রিকার্ডোর তত্ত্বে প্রান্তিক জমিতে কোন উদ্বৃত্ত থাকে না। তাই সেই জমি বাবদ কোন খাজনাও দিতে হয় না। রিকার্ডো বিশ্বাস করতেন যে, প্রতিযোগিতামূলক বাজারে জমি থেকে প্রাপ্ত ফসলের বাজার দাম প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয়ের সমান হয়। প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয় হিসাবে প্রান্তিক জমির উৎপাদন ব্যয় বুঝানো হয়। আবার প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয় ফসলের দামের সমান হয়। কাজেই খাজনা প্রান্তিক ব্যয়ের কোন উপাদান হিসাবে বিবেচিত হয় না। খাজনা যেহেতু প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয়ের ভিতর ধরা হয় না, তাই উৎপন্ন দ্রব্যের দাম আছে, প্রকৃতি প্রদত্ত হিসাবে জমির সেরূপ যোগান দাম নেই। জমির যোগান দাম নেই বলে তা উৎপাদন ব্যয়কে বা দামস্তরকে প্রভাবিত করে না। আর এছাড়াও জমির বিকল্প ব্যবহার সীমিত এবং অনুমান করা হয় যে, জমিকে একটি মাত্র উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। এ অবস্থায় কোন জমি থেকে বিকল্প বা স্থানান্তর আয় পাওয়া যায় না। যদি বিকল্প আয় থাকত, তবে খাজনা উৎপাদন ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হত। তখন তা দামের উপর প্রভাব রাখতে পারত।

খ. রিকার্ডোর তত্ত্বে দাম দ্বারা খাজনা নির্ধারিত হয় – কিভাবে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যায়?

রিকার্ডো মনে করেন দাম বরং খাজনাকে প্রভাবিত করে। যেমন – ফসলের দাম বেশী হলে উর্বর জমির মালিক বেশী অর্থ উপার্জন করতে পারে। কাজেই দাম বেশী হলে খাজনা বেশী হয় এবং দাম কম হলে খাজনা প্রাপ্তি কম হয়। সুতরাং রিকার্ডোর তত্ত্ব অনুসারে, দাম দ্বারা খাজনা নির্ধারিত হয়।

উৎপন্ন দ্রব্যের দাম বাড়লে খাজনা বাড়ে। এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যাক। ফসলের চাহিদা বেড়ে গেলে ফসলের দাম বাড়বে। যে জমি প্রান্তসীমার নিম্নে ছিল অর্থাৎ উৎপাদন ব্যয় অধিক হত –যে জমি চাষাবাদ হত না, সেই জমি ফসলের দাম বৃদ্ধির কারণে এখন চাষাবাদের আওতায় আসতে পারে। যে জমিটি আগে প্রান্তিক জমি বলে বিবেচিত ছিল তা এখন প্রান্তোর্ধ্ব জমিতে পরিণত হবে। এখন সেই জমিতেও খাজনা পাওয়া যাবে। কাজেই দাম বৃদ্ধির কারণে খাজনা উদ্ভব হতে পারে। যে জমিতে আগে খাজনা দিতে হত না, সেই জমিতে ফসলের দাম বৃদ্ধির কারণে বর্তমানে খাজনা দিতে হচ্ছে। সুতরাং উৎপন্ন দ্রব্যের দাম দ্বারা খাজনা প্রভাবিত হয়।

সিদ্ধান্ত :

দাম বৃদ্ধির কারণে খাজনার উদ্ভব হতে পারে, কিন্তু খাজনা অধিক হলে ফসলের দাম বাড়ে না। ফসলের দাম অন্য কোন বিষয়ের দ্বারা বাড়ে। রিকার্ডো বিশ্বাস করে, খাজনা বাড়লে বা কমলে দামের কোন পরিবর্তন হয় না। এ অবস্থায় রিকার্ডো দাবী করেন যে, খাজনার দ্বারা দাম নির্ধারিত হয় না, বরং দামের দ্বারা খাজনা নির্ধারিত হয়।

সারসংক্ষেপ

ক.	খাজনা নির্ধারণে দামের প্রভাব থাকলেও দাম নির্ধারণে খাজনার কোন প্রভাব থাকে না ;
খ.	খাজনা বেশী হলে ফসলের দাম বেশী হবে – একথা সত্য নয় বরং ফসলের দাম বেশী হলে খাজনা বেশী হবে;
গ.	ফসলের দাম বেড়ে গেলে প্রান্তিক জমির পরিবর্তন ঘটবে। অর্থাৎ যে জমি প্রান্তসীমার নিম্নে ছিল, দাম বৃদ্ধির কারণে সেই জমি চাষের আওতায় আসবে এবং তা প্রান্তিক জমি হিসাবে গণ্য হবে।

অনুশীলনী ১১.৬

নৈর্ব্যক্তি প্রশ্ন

১। রিকার্ডোর তত্ত্ব অনুযায়ী খাজনা ও দামের মধ্যে সম্পর্ক কিরূপ?
- ক. খাজনা বাড়লে দাম বাড়ে
- খ. দাম বাড়লে খাজনা বাড়ে
- গ. খাজনা ও দামের মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই
- ঘ. খাজনা বাড়লে দাম বাড়ে এবং দাম বাড়লেও খাজনা বাড়ে।

২। খাজনা কেন দামের অন্তর্গত হয় না?
- ক. খাজনা প্রান্তিক ব্যয়ের কোন উপাদান নয়
- খ. খাজনা হলো আয় সংক্রান্ত বিষয়
- গ. চাহিদা ও যোগানের দ্বারা দাম নির্ধারিত হয়, সেখানে খাজনা কোন উপাদান নয়
- ঘ. খাজনা উদ্বৃত্ত আয় বলে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

ক. খাজনা ও দামের মধ্যে কোন সম্পর্ক নির্দেশ করা যায় কি?

খ. রিকার্ডোর তত্ত্ব অনুসারে ফসলের দাম বেশী হলে খাজনা বেশী হয়, এ কথাটি কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায়?

গ. কেন খাজনা দামের অন্তর্ভুক্ত হয় না, এ বিষয়ে দু'টি কারণ উল্লেখ করুন।

পাঠ ৭ : খাজনা ও জনসংখ্যার সম্পর্ক

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- জনসংখ্যা ও খাজনার মধ্যে কোন সম্পর্ক আছে কিনা তা বলতে পারবেন।
- খাজনার উপর জনসংখ্যার প্রভাব ধনাত্মক নাকি ঋণাত্মক তা জানতে পারবেন।
- জনসংখ্যা বাড়লে খাজনা কি সর্বদাই বাড়বে, এ বিষয়ে মন্তব্য করতে পারবেন।

১১.৭.১ খাজনা ও জনসংখ্যার মধ্যে সম্পর্ক কিরূপ?

জনসংখ্যা ও খাজনার মধ্যে সম্পর্ক নিকট। দেশে জনসংখ্যা বাড়লে খাদ্য শস্যের চাহিদা বাড়ে, তখন খাদ্য শস্যের দাম বাড়ে। শস্যের দাম বাড়লে চাহিদা বাড়ে। উৎকৃষ্ট জমি পাওয়া না গেলে নিকৃষ্ট জমি চাষের আওতায় আনা হয়। এভাবে জনসংখ্যা যতই বাড়তে থাকবে নিকৃষ্ট জমিরও চাহিদা বাড়বে। এর দ্বারা নিকৃষ্ট জমির সাথে উৎকৃষ্ট জমির উর্বরতার ব্যবধানের প্রেক্ষিতে খাজনা বৃদ্ধি পায়। যতই নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্টতর জমিতে চাষাবাদ হতে থাকবে, ততই প্রান্তিক জমির তুলনায় উৎকৃষ্ট জমিগুলোতে খাজনা বাড়তে থাকবে। এভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাবে খাজনা বৃদ্ধি পাবে। অপরদিকে জনসংখ্যা যদি কোন কারণে হ্রাস পায়, তবে খাদ্যের চাহিদা কমবে। ফলে জমির চাহিদাও কম হবে, কারণ ফসলের দাম কমে যাবে। তখন প্রান্তিক জমির পর্যায় উপরের দিকে স্থানান্তরিত হবে। ফলে নিকৃষ্ট জমির ব্যবধান বাবদ খাজনার পরিমাণ কমে আসে। কাজেই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, জনসংখ্যা বাড়লে অর্থনৈতিক খাজনা বাড়ে এবং জনসংখ্যা কমলে অর্থনৈতিক খাজনা কমবে।

১১.৭.২ জনসংখ্যা বাড়লে প্রান্তিকের উর্ধ্বে অবস্থিত জমিগুলোর উদ্বৃত্ত বাড়বে, ফলে খাজনাও বাড়বে– কিভাবে?

জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও খাজনা প্রাপ্তির মধ্যে ধনাত্মক সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়। ধনাত্মক সম্পর্ক বলতে একমুখী সম্পর্ক বুঝানো হয়। অর্থাৎ দেশের জনসংখ্যা যদি বাড়ে, তবে খাজনাও বাড়বে। জনসংখ্যা বাড়লে কৃষিপণ্যের চাহিদা বাড়ে। কিন্তু দেশে উৎকৃষ্ট জমির যোগান সীমিত। জনসংখ্যা বাড়লে খাদ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় নিকৃষ্ট জমিতে চাষাবাদ শুরু হবে। যতই নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্টতর জমিতে চাষাবাদ হতে থাকবে, ততই কৃষি ক্ষেত্রে প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয় বাড়ে। তার দ্বারা প্রান্তিকের উর্ধ্বে অবস্থিত জমিগুলোর উদ্বৃত্ত বাড়বে। ফলে প্রান্তিক জমির তুলনায় উৎকৃষ্ট জমিগুলোতে খাজনা বাড়তে থাকবে।

১১.৭.৩ জনসংখ্যা বাড়লে খাজনা কি সর্বদাই বাড়বে?

একটি অর্থনীতির উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন উপাদান খাজনাকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে যদি পরিবহন ও যোগাযোগের উন্নতি হয়, প্রযুক্তির যদি উন্নতি ঘটে, তবে এক শক্তির প্রভাবে খাজনা বাড়লেও অপর শক্তির প্রভাবে খাজনা কমতে পারে। যেমন – জনসংখ্যা বাড়লে খাজনা বাড়ার কথা। অপরদিকে পরিবহন ও যোগাযোগের উন্নতি এবং প্রযুক্তি বিকাশের দ্বারা উৎপাদন ব্যয় কমতে পারে, তখন ফসলের দাম কমবে এবং খাজনাও কমবে। একদিকে খাজনা বৃদ্ধি, অপরদিকে খাজনা হ্রাস, এর দ্বারা নীট প্রভাব হয়ত শূন্য (০) হবে। কাজেই জনসংখ্যা বাড়লে খাজনা বাড়বে, এ বিষয়টি সব সময় সত্য নাও হতে পারে। তবে অনেক দেশেই লক্ষ্য করা গিয়েছে যে, জনসংখ্যা বাড়ছে বলে খাজনাও বাড়ছে। তবে

অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় দীর্ঘকালে খাজনার উপর কি ধরনের প্রভাব ফেলবে, তা আগে থেকেই নিরূপণ করা যায় না।

সারসংক্ষেপ

ক. জনসংখ্যা বাড়লে অর্থনৈতিক খাজনা বাড়ে এবং জনসংখ্যা কমলে অর্থনৈতিক খাজনা কমে।

খ. জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও খাজনা প্রাপ্তির মধ্যে ধনাত্মক সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়। ধনাত্মক সম্পর্ক বলতে একমুখী সম্পর্ক বুঝানো হয়।

গ. জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে যদি পরিবহন ও যোগাযোগের উন্নতি হয়, প্রযুক্তির যদি উন্নতি ঘটে তবে জনসংখ্যা বাড়লে খাজনা বাড়বে এ কথাটি সত্য নাও হতে পারে।

অনুশীলনী ১১.৭

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। জনসংখ্যা ও খাজনার মধ্যে সম্পর্ক কিরূপ?
   ক. জনসংখ্যা বাড়লে খাজনা কমে
   খ. জনসংখ্যা বাড়লেও খাজনা স্থির থাকে
   গ. জনসংখ্যা ও খাজনার মধ্যে কোনই সম্পর্ক নেই
   ঘ. জনসংখ্যা বাড়লে খাজনা বাড়ে

২। জনসংখ্যা বাড়লে খাজনা বাড়ে, কারণ –
   ক. জনসংখ্যা বাড়লে জমির চাহিদা বাড়ে
   খ. জনসংখ্যা বাড়লে সরকার বেশী করে কর ধার্য করে
   গ. জনসংখ্যা বাড়লে শ্রমিকের যোগান বাড়ে

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

ক. জনসংখ্যা ও খাজনার মধ্যে কোন সম্পর্ক নির্দেশ করা যায় কি?

খ. জনসংখ্যা বেশী হলে প্রান্তিকের উর্ধ্বে অবস্থিত জমিগুলোর উদ্বৃত্ত বাড়ে, ফলে খাজনাও বাড়ে – বিষয়টি কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায়?

গ. জনসংখ্যা বাড়লে খাজনা কি সর্বদাই বাড়বে?